[২০২১] ৪ এস. সি. আর. ১৩৭

সর্বশ্রী ওরিয়েন্টাল স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারস পি. ভি. টি. লিমিটেড.

বনাম

কেরালা রাজ্য

(২০১১ সালের সিভিল আপিল নং ৩৪৫৪)

২২ এপ্রিল, ২০২১

[সূর্য কান্ট এবং অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতিদ্বয়]

সুদঃ বিলম্বিত পরিশোধের উপর সুদ-স্থানীয় মুদ্রা উপাদানের ক্ষেত্রে বিলম্বিত পরিশোধের উপর সুদ পাওয়ার জন্য ঠিকাদারের অধিকার সম্পর্কে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ-সালিসী ট্রাইব্যুনাল দ্বারা রায় দেওয়া হয়েছে যে চুক্তির অধীনে প্রদেয় স্থানীয় মুদ্রা উপাদানের ক্ষেত্রে বিলম্বিত পরিশোধের উপর সুদ প্রদান করা হবে কারণ চুক্তিটি সুদ প্রদান নিষিদ্ধ করেনি-তবে, সালিসী আদালত এবং হাইকোর্টও এই আদেশটি খারিজ করে দিয়েছে-আপিলে বলা হয়েছেঃ পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে, স্থানীয় মুদ্রা উপাদানের ক্ষেত্রে বিলম্বিত পরিশোধের উপর সুদ প্রদানের কোনও নির্দিষ্ট বর্জন ছিল না-চুক্তির বিশেষ শর্তে বিলম্বিত পেমেন্টের উপর সুদ প্রদানের কথা চুক্তির শর্তাবলী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল- যে হারে ওই সুদ প্রদান করা হবে তা স্পষ্টভাবে চুক্তিতে নির্ধারিত হয়নি- "বিডের পরিপূরক" এ ফাঁকা জায়গাটি বিলম্বিত তহবিল মুক্তির উপর সুদ প্রদানের শর্তটি বাতিল করার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না- সুদ প্রদান করার মূলনীতি হলো যে, সুদ প্রদানের উদ্দেশ্য মূলত ক্ষতিপূরণমূলক-তথ্য অনুযায়ী, বিলম্বিত পেমেন্টের উপর সুদ চুক্তির অংশ ছিল-এছাড়াও, এটি অনুমান করা যেতে পারে না যে, ফাঁকা জায়গাটি পূর্ণ না করা ঠিকাদারকে বিড প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দিয়েছে- আর্বিট্রাল ট্রাইব্যুনালের যুক্তি সঠিক এবং সালিশী আদালত এবং হাইকোর্টের বিপরীত মতামত রায়ের উপর আক্রমণ করার জন্য অনুমোদিত সীমা লঙ্ঘন করে- এভাবে, ট্রাইব্যুনালের নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি বহাল রাখা হয়েছে, তবে সুদ প্রদান করার হার হবে ৮ শতাংশ বার্ষিক সুদ হিসাবেই।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করেছেঃ ১.১ এই আপিলের বিষয়বস্তু যেটি ছিল চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ, সেখানে স্থানীয় মুদ্রার উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিলম্বিত পেমেন্টের উপর সুদ প্রদানের কোনো নির্দিষ্ট

নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অন্যদিকে, পক্ষগুলির মধ্যে সই করা চুক্তির নির্দিষ্ট শর্তে বিলম্বিত পেমেন্টের উপর সুদ প্রদানের কথা চুক্তির শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। যা নির্দিষ্টভাবে সম্মত হয়নি তা হল যে হারে এই ধরনের সুদ প্রদান করা হবে। দরপত্রের পরিশিষ্টে ফাঁকা জায়গা "তহবিলের বিলম্বিত মুক্তির সুদ প্রদানের বিধানের ধারা বাতিল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। আপিল আদালত বা সালিসি আদালত এই পদ্ধতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল না। এই ধরনের একটি অনুমানে আসার জন্য, সেই শীর্ষের অধীনে সুদ প্রদানের সক্রিয় বর্জন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল। [অনুচ্ছেদ ১১,১২] [১৪৮-জি-এইচ; ১৪৯-এ-সি]

রিলায়েন্স সেলুলোজ প্রোডাক্টস লিমিটেড বনাম ও. এন. জি. সি লিমিটেড [(২০১৮) ৯ এস. সি. সি. ২৬৬: [২০১৮] ৬ এস. সি. আর. ৬১৮; ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ব্রাইট পাওয়ার প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) (পি) লিমিটেড (২০১৫) ৯ এস. সি. সি. ৬৯৫: [২০১৫] ৬ এস. সি. আর. ৪৮৮-উল্লেখ করা হয়েছে।

১.২. সুদ প্রদান করার মৌলিক নীতি হলো যে, সুদ প্রদান মূলত ক্ষতিপূরণমূলক প্রকৃতির। এই ক্ষেত্রে, বিলম্বিত পেমেন্টের উপর সুদ চুক্তির অংশ ছিল। চুক্তিতে বিলম্বিত পেমেন্টের উপর সুদ প্রদানের ব্যাপারে কোন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছিল না, না তা বিদেশি মুদ্রায় পেমেন্টের উপাদানের উপর ছিল, না স্থানীয় মুদ্রায়। ট্রাইব্যুনালের যুক্তি, যার ভিত্তিতে এটি প্রতিকার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে, তা গ্রহণযোগ্য। এটি ছিল ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থাপিত উপকরণের ভিত্তিতে একটি প্রকৃত সিদ্ধান্ত। আপিল কোর্ট এবং আর্বিট্রেশন কোর্টের সিদ্ধান্তের পেছনে একটি কারণ ছিল যে, আপিলকারীরা বিডিং করার সময় তাদের সুদের দাবি ত্যাগ করেছিল। মূলত, আবেদনকারীদের দাবিটি হলো যে, ট্রাইব্যুনাল চুক্তির শর্তাবলী অতিক্রম করেছে, এবং উক্ত দুই ফোরাম "পেটেন্ট অবৈধতা" নীতির তৃতীয় উপধারা অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিল। [অনুচ্ছেদ ১৩][১৪৯-জি-এইচ; ১৫০-এ-সি]

সহযোগী বিল্ডার বনাম দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ [(২০১৫) ৩ এস. সি. সি ৪৯: [২০১৪] ১৩ এস. সি. আর ৮৯৫-উল্লেখ করা হয়েছে।

১.৩ আপিল কোর্ট সালিশী কোর্টের যুক্তি গ্রহণ করেছে যে, বিডের পরিপূরকের ফাঁকা

স্থানটি "শূন্য" বা "ন্যূনতম" বোঝাবে। এই যুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ এবং/চুক্তির এই ধরনের ব্যাখ্যা আসলে চুক্তির শর্তাবলীর পরিপন্থী এবং এর বাইরেও হবে। ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যে প্রমাণের প্রশংসা করে একটি সত্যিকারের অনুসন্ধানে এসেছিল যে এর কোনও প্রভাব ছিল না। সালিসি আদালত এবং আপিল আদালতের পক্ষ থেকে এই ধরনের অনুশীলন চুক্তিটির পুনর্লিখন গঠন করবে, যা অগ্রহণযোগ্য। ট্রাইব্যুনাল ছাড়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। তাৎক্ষণিক মামলার বাস্তব পটভূমিতে যুক্তিটি বিকৃত বা অসম্ভব বলে ধরে নেওয়া যায় না। ট্রাইব্যুনাল ক্ষতিপূরণমূলক বা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হিসাবে সুদ প্রদান করতে পারত, কারণ বিলম্বিত পরিশোধের উপর সুদ প্রদান বাদ দেওয়া বা বাদ দেওয়ার কোনও ধারা ছিল না। ট্রাইব্যুনাল এর হারটি নির্ধারণ করেছে রায়ের উপ-অনুচ্ছেদ ১.৬ থেকে ১.৮ পর্যন্ত। [অনুচ্ছেদ ১৪] [১৫০-সি-এফ]

১.৪ আপীল আদালতের যুক্তি যে এই ধরনের ফাঁকা সুদের কলামের ফলে আবেদনকারীদের দর গ্রহণ করা হতে পারে কারণ তাদের দর আরও প্রতিযোগিতামূলক হতে পারত এই ধারণার উপর যে অন্যান্য দরদাতারা সেই কলামে সুদের জন্য চাপ দিয়েছিলেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কোনও উপাদান দেখানো হয়নি যা থেকে এটি অনুমান করা যেতে পারে যে ফাঁকা জায়গা পূরণ করা বাদ দেওয়া আবেদনকারীদের দর প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দিয়েছে। এটিও জানা যায় না যে অন্য দরদাতারা জায়গাটি খালি রেখেছিলেন, ফাঁকা বা নির্দিষ্ট হারে তা পূরণ করেছিলেন। উচ্চ আদালত কর্তৃক সমর্থিত সালিসি আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি এই বিষয়ে অনুমানের একটি উপাদান দ্বারা কলঙ্কিত। [অনুচ্ছেদ ১৫] [১৫১-ই-জি]

১.৫ আর্বিট্রাল ট্রাইব্যুনালের যুক্তি যে চুক্তিতে স্থানীয় মুদ্রার উপাদানের জন্য বিলম্বিত পেমেন্টের উপর সুদ প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়নি, তা সঠিক। আর্বিট্রেশন কোর্টের বিপরীত মতামত, যা আইনধারা ৩৪ অনুসারে একটি প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা আপিল ফোরাম দ্বারা বহাল রাখা হয়েছিল, তা রায়ের উপর হস্তক্ষেপের জন্য অনুমোদিত সীমানা লঙ্ঘন করে। [অনুচ্ছেদ ১৬] [১৫১-জি-এইচ; ১৫২-এ]

অয়েল ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম স পাইপস লিমিটেড [(২০০৩) ৫ এস. সি. সি ৭০৫: [২০০৩] ৩ এস. সি. আর ৬৯১-এর উপর নির্ভরশীল।

১.৬ চুক্তিটি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল তা যুক্তিসঙ্গত এবং সম্ভাব্য উভয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তবে, রায়ের ১.৬ এবং ১.৮ অনুচ্ছেদে যে হারে সুদ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা বরং অত্যধিক। যেহেতু চুক্তিটি সুদের হারের বিষয়ে নীরব কিন্তু বিলম্বিত পরিশোধের উপর সুদ প্রদানের ব্যবস্থা করে, তাই ট্রাইব্যুনালের হার নির্ধারণের অনুশীলনটি জি. সি রায়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত নীতি প্রয়োগের ভিত্তিতে হওয়া উচিত ছিল। উক্ত নীতিটি সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর অধীনে একটি কার্যধারাতেও প্রযোজ্য। এই নীতিটি ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১ (৭) (ক) ধারায় বিস্তৃতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত বিধানে বিবেচিত পরিস্থিতি এবং তাৎক্ষণিক মামলার তথ্যের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল যে, বিলম্বিত অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের সুদের অধিকারের বিষয়ে চুক্তিটি নীরব নয়, তবে চুক্তিতে এই ধরনের অর্থপ্রদানের বিধান রয়েছে। শুধুমাত্র যে হারে সুদ প্রদেয় হবে তা অনির্দিষ্ট থেকে যায়। ৮ শতাংশ হারে সহজ সুদ ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত হবে, অন্যথায় রায়ের ১.৬ থেকে ১.৮ অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে গণনা করা হবে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় বাতিল করা হয়। ফলস্বরূপ, অতিরিক্ত জেলা বিচারকের রায়ও অবৈধ হয়ে যায়। যতদূর পর্যন্ত চুক্তির স্থানীয় মুদ্রার অংশ বিলম্বিত পরিশোধের উপর সুদ প্রদানের নির্দেশের কথা বলা হয়েছে, ট্রাইব্যুনালের রায় বহাল রয়েছে, তবে এই পরিমাণের উপর সুদের হার অনুচ্ছেদের ১.৬,১৭ এবং ১.৮ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত পদ্ধতিতে গণনা করা হবে এবং প্রতি বছর ৮ শতাংশ সাধারণ সুদ হবে। [অনুচ্ছেদ ১৭] [১৫২-এ-এফ]

সচিব, সেচ বিভাগ, উড়িষ্যা সরকার ও অন্যান্য বনাম জি. সি. রায় (১৯৯২) ১ এস. সি. সি ৫০৮: [১৯৯১] ৩ পরিপূরক এস. সি. আর ৪১৭-এর উপর নির্ভরশীল।

কেস আইন রেফারেন্স

[২০১৮] ৬ এস. সি. আর. ৬১৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০১৫] ৬ এস. সি. আর. ৪৮৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[১৯৯১] ৩ পরিপূরক এস. সি. আর.	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১২,১৭
[২০১৪] ১৩ এস. সি. আর ৮৯৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩
[২০০৩] ৩ এস. সি. আর. ৬৯১	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১৬

সিভিল অ্যাপেললেট এখতিয়ারঃ ২০১১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৩৪৫৪।

কেরালা হাইকোর্ট, এরনাকুলামের ১৭.০৯.২০০৯ তারিখের রায় এবং আদেশ, যা ২০০৭ এর আর্বিট্রেশন আপিল নং ৩২ থেকে দেওয়া হয়েছে, ।

অনিল আইরি, সিনিয়র অ্যাড., রবি কিষাণ চান্দনা, অনন্ত কুমার বৎসিয়া, দেবেন্দ্র সিং, অ্যাড. আপিলকারীর পক্ষে।

জি. প্রকাশ, মিসেস প্রিয়াঙ্কা প্রকাশ, মিসেস বীনা প্রকাশ, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিলেন

অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতি।

১. কেরালা রাজ্য আবেদনকারীদের মুভাট্টুপুঝা-থোডুপুঝা এবং মুভাট্টুপুঝা-আঙ্গামালি থেকে দুটি অংশের জন্য একটি রাজ্য মহাসড়কের মানোন্নয়নের জন্য একটি চুক্তি দিয়েছিল। এই সংক্রান্ত চুক্তিটি ৭ই নভেম্বর, ২০০২-এ কার্যকর করা হয়েছিল। এই আপিলটি প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট কিছু শিরোনামের অধীনে আবেদনকারীদের অর্থ প্রদান সম্পর্কিত পক্ষগুলির মধ্যে উদ্ভূত কিছু বিষয় নিয়ে বিতর্ক থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তবে, বর্তমান কার্যধারায়, বিতর্কের একমাত্র বিষয় যার উপর আমাদের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা হল বিষয়-শিরোনামের বিলম্বিত অর্থপ্রদানের উপর আবেদনকারীদের সুদ পাওয়ার অধিকার, যা উক্ত চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী নিয়োগকর্তার দ্বারা স্থানীয় মুদ্রায় প্রদান করা হয়েছিল। এই চুক্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য একটি ডিসপিউটস রিভিউ বোর্ড (ডি. আর. বি)-কে প্রথমে সুপারিশ করার বিধান ছিল। যদি সুপারিশগুলি কোনও পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে এই ধরনের দ্বিমত পোষণকারী পক্ষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সালিশ শুরু করার জন্য নোটিশ দিতে হবে এবং তারপরে বিরোধটি সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। যতদূর পর্যন্ত এই আপিলটি উদ্ভূত হয়, পক্ষগুলির মধ্যে তিনটি বিষয় নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, যা ডি. আর. বি-র সুপারিশ পর্যায়ে সমাধান করা যায়নি। সেই বিরোধগুলি তিন সদস্যের সালিশ ট্রাইবুনেলে (সংক্ষেপে 'ট্রাইবুনেল') পাঠানো হয়েছিল। আমরা ইতিমধ্যে এই আপিলের সাথে জড়িত বিতর্কের সুযোগ উল্লেখ করেছি। এই বিতর্ককে এখন থেকে এই রায়ে বিলম্বিত অর্থ প্রদানের বিরোধ হিসাবে উল্লেখ করা হবে। আমরা কেবল এই রায়ে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

২. ট্রাইব্যুনাল এই বিষয়ে আবেদনকারীদের পক্ষে রায় দেয় এবং চুক্তির অধীনে প্রদেয় স্থানীয় মুদ্রা উপাদানের ক্ষেত্রে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের জন্য সুদ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে, এটি একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় ছিল এবং সর্বসম্মত নয় কারণ ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের মধ্যে একজন ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। এই রায়ের পরবর্তী অনুচ্ছেদে, যখনই আমরা 'রায় ' অভিব্যক্তিটি উল্লেখ করব, তার অর্থ কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় হবে। ট্রাইব্যুনালের রায়টি কেরালা রাজ্য দ্বারা ইমাকুলামে জেলা আদালতে (সালিসি আদালত) সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ আইন) এর ধারা ৩৪ এর অধীনে একটি আবেদন গ্রহণ করে আক্রমণ করা হয়েছিল। এই আবেদনটি আংশিকভাবে অনুমোদিত হয়েছিল। বিলম্বিত অর্থপ্রদানের বিষয়ে আপিলকারীদের পক্ষে ট্রাইব্যুনালের রায় বাতিল করা হয়েছিল। সালিসি আদালত আরও দুটি বিষয়ের উপর রায় দিয়েছে, কিন্তু যেহেতু এই বিষয়গুলি আমাদের কাছে অনুরোধ করা হয়নি, তাই আমরা এই রায়ে এখানে তাদের মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করি না। সালিসি আদালতের সিদ্ধান্তটি কেরালা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের আবেদনে বহাল ছিল। এই আবেদনটি ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯-এ হাইকোর্টের উক্ত বেঞ্চের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। আপিলকারীরা চান যে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের উপর সুদের জন্য তাদের দাবির অনুমতি দেওয়ার জন্য ট্রাইব্যুনালের রায় পুনরুদ্ধার করা হোক।

৩. বিলম্বিত অন্তর্বর্তীকালীন অর্থপ্রদানের বিষয়ে চুক্তির উপ-ধারা ৬০.৮-এ ঠিকাদারের সুদের অধিকারের বিধান করা হয়েছিল। এই ধারাটি কাগজের বইয়ের ৩৮ পৃষ্ঠায় পুনরুত্পাদন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছেঃ-

"অর্থপ্রদানের সময় এবং সুদ

(ক) এই ধারা বা চুক্তির অন্য কোনও মেয়াদ অনুসারে প্রকৌশলী কর্তৃক জারি করা কোনও অন্তর্বর্তীকালীন অর্থপ্রদান শংসাপত্রের অধীনে ঠিকাদারের বকেয়া অর্থ নিম্নোক্ত ধারাগুলির অধীনে থাকবে যা নিয়োগকর্তা ঠিকাদারকে প্রদান করবেন।

(১) (ক) ঠিকাদারের মাসিক বিবরণী উপ-ধারা ৬০.১ অনুসারে ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শংসাপত্রের জন্য জমা দেওয়ার ৪২ দিনের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন অর্থপ্রদান শংসাপত্রের ক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত ৪২ দিনের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারের অন্তর্বর্তীকালীন শংসাপত্র এখনও জারি করা না হয়, তবে নিয়োগকর্তা ঠিকাদারের মাসিক বিবরণীতে প্রদর্শিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করবেন এবং যে কোনও অসঙ্গতি ঠিকাদারকে পরবর্তী অর্থপ্রদানের সাথে যুক্ত বা কেটে নেওয়া হবে এবং

(খ) যে ক্ষেত্রে কোন মাসিক বিবৃতি ঠিকাদার কর্তৃক জমা দেওয়া হয়েছে, যখন ব্যাংকের ঋণ বা ক্রেডিট (যে থেকে ঠিকাদারকে কিছু পেমেন্ট করা হচ্ছে) স্থগিত রয়েছে, তখন উক্ত মাসিক বিবৃতি জমা দেওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করা হবে। তবে, যদি প্রকৌশলী কর্তৃক অন্তর্বর্তী শংসাপত্র উক্ত ১৪ দিনের মধ্যে জারি না করা হয়, তাহলে নিয়োগকারী পক্ষ ঠিকাদারের মাসিক বিবৃতিতে প্রদর্শিত পরিমাণ পরিশোধ করবে এবং যে কোনো অমিল পরবর্তী পেমেন্টে যোগ করা হবে বা বিয়োগ করা হবে।

(১) (ক) ফাইনাল পেমেন্ট শংসাপত্রের ক্ষেত্রে, উপধারা ৬০.১৩ অনুযায়ী, ফাইনাল বিবৃতি এবং লিখিত মুক্তি প্রকৌশলীর কাছে শংসাপত্রের জন্য জমা দেওয়ার পর ৮৪ দিনের মধ্যে তা পরিশোধ করা হবে এবং

(খ) ঠিকাদারের জমা দেওয়া চূড়ান্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে, যখন ব্যাঙ্কের ঋণ বা ঋণের যে অংশ থেকে ঠিকাদারকে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে, তা স্থগিত করা হয়েছে অথবা যার জন্য (১১) (ক) এর অধীনে অর্থ প্রদান স্থগিতাদেশের বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৬৩ দিন পরে বকেয়া হয়ে যায়, উপ-ধারা ৬৯.৬ (ঘ) অনুসারে স্থগিতাদেশের বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৬৩ দিনের মধ্যে অর্থ প্রদান করা হবে, তবে শর্ত থাকে যে, যদি ইঞ্জিনিয়ারের চূড়ান্ত অর্থপ্রদানের শংসাপত্র উক্ত ৬৩ দিনের মধ্যে জারি না করা হয়, তবে নিয়োগকর্তা চূড়ান্ত বিবরণীতে দেখানো অবিসংবাদিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করবেন।

(খ) যদি নিয়োগকারী সময়সীমার মধ্যে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হয়, তবে নিয়োগকারী ঠিকাদারকে সমস্ত অনাদায়ী অর্থের জন্য, যেগুলি যেসব মুদ্রায় পেমেন্ট প্রদানযোগ্য, তাদের পরিমাণের ওপর বর্ণিত হার অনুযায়ী প্রতি মাসে সুদ প্রদান করবে, যেটি বিডের পরিপূরকতে উল্লেখিত হয়েছে। এই উপধারা কোনভাবেই চুক্তির ধারা ৬৯ বা অন্য কোনো অধিকার অনুসারে ঠিকাদারের পাওনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

৪. দরপত্রের পরিশিষ্টের প্রাসঙ্গিক বিধান, যার বিষয়বস্তু ট্রাইব্যুনালের সামনে এবং তারপরে দুটি বিচার বিভাগীয় ফোরামের সামনে ব্যাখ্যার জন্য এসেছিলঃ-

সংযুক্তি- পি-৩

কেরালা স্টেস ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্ট

ভলিউম III

ধারা ৬০ঃ "বিডের পরিপূরক" পাতা ৭.৮

গাছপালা এবং উপকরণের উৎস	৬০.৩(ক)(v) ৬০.৩ (ঘ)	"আইটেম প্ল্যান্টস, যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ"	উৎস: ইউএসএ, জার্মানি অথবা অন্য যেকোনো দেশ	মুদ্রা ইউএস ডলার
		বিটুমেন এবং থার্মোপ্লাস্টিক পেইন্ট	ইরান, সিঙ্গাপুর, অন্যকিছু	ইউএস ডলার

৬০.৮-এর ওপর সুদের হার -----স্থানীয় মুদ্রায় পেমেন্টের শতাংশ। অন্যান্য দেশগুলির জন্য, নীচে দেখুন।

অনাদায়ী পরিমাণ

মুদ্রা (উপ-প্রকরণ ৬০.১অনুসারে)	লন্ডন-ইন্টার ব্যাংক অন-লেন্ডিং রেট (এলআইবিওআর) প্লাস ২ শতাংশ
ইউএসএস	-ডু-

"বৈদেশিক মুদ্রার সুদের ওপরের হার দরদাতা কর্তৃক প্রদান করতে হবে এবং চুক্তিটি চূড়ান্ত করার আগে এই হারসমূহ স্পষ্টীকরণ বা আলোচনার সাপেক্ষে পরিবর্তনযোগ্য।"

৫. তাদের দরপত্রের নথিতে, আবেদনকারীরা স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধের জন্য সুদের হার নথিভুক্ত করার জন্য ফাঁকা জায়গা রেখেছিলেন। চুক্তিতে ঠিকাদারকে বিদেশী মুদ্রায় এবং স্থানীয় মুদ্রায়ও অর্থ প্রদানের কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। যতদূর পর্যন্ত বিদেশী মুদ্রা দ্বারা অর্থ প্রদানের বিষয়টি, যা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত দরপত্রের পরিশিষ্ট থেকে স্পষ্ট হবে, লন্ডন ইন্টারব্যাঙ্ক অন-লেন্ডিং রেট (এল. আই. বি. ও. আর) প্লাস দুই শতাংশ নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। এই ভিত্তিতে রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল যে স্থানীয় মুদ্রায় বিলম্বিত পরিশোধের (ধারা ৬০.৮-এ বিবেচিত) সুদের হারকে- "শূন্য" বা "শূন্য" হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। এটি রাষ্ট্রের অবস্থানও ছিল, আপিলকারীদের দ্বারা করা কিছু যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে যে আপিলকারীদের দ্বারা সুদের দাবি মওকুফ করা হয়েছিল। রায়ে, ট্রাইব্যুনাল রাজ্যের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিল যে "শূন্য" বা "শূন্য" শব্দগুলি "দরপত্রের পরিশিষ্ট"-এর উক্ত কলামে পড়া যেতে পারে।এই আদালতের সংবিধান বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করে,

যা **সচিব সেচ বিভাগ, ওড়িশা সরকার ও অন্যান্য বনাম গি.সি. রয়** [(১৯৯২) ১ এসসিসি ৫০৮] মামলায় দেওয়া হয়, ট্রাইব্যুনাল ঘোষণা করেছে যে, যে ব্যক্তি বৈধভাবে প্রাপ্য অর্থের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এমন ক্ষতিপূরণকে সুদ, ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতিপূরণের নামে অভিহিত করা যেতে পারে। লিখিত যোগাযোগের আকারে আপিলকারীদের কাছ থেকে উদ্ভূত দুটি নথির উপর রাজ্য ট্রাইব্যুনালের সামনে নির্ভর করে যুক্তি দিয়েছিল যে সুদের দাবি, যে কোনও ক্ষেত্রে, স্থানীয় মুদ্রায় যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে তা বিলম্বিত করার জন্য দাবিদারদের দ্বারা মওকুফ করা হয়েছিল। এই দুটি নথির মধ্যে প্রথমটি ছিল ১৪ই জুলাই, ২০০৪ তারিখের আপিলকারীর একটি চিঠি (ট্রাইবুনেলের সামনে প্রদর্শণী আর-১ করুন) এবং পরেরটি ছিল ৩রা আগস্ট, ২০০৪ তারিখের আরেকটি লিখিত যোগাযোগ (ট্রাইবুনেলের সামনে সি-৭২ প্রদর্শন করুন)। কেরালা রাজ্য পরিবহন প্রকল্পের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিককে সম্বোধন করে আপিলকারীর জারি করা প্রথম চিঠিতে বলা হয়েছেঃ-

"প্রিয় ম্যাডাম,

উপরের বিষয়ে আলোচনা করা হিসাবে আমরা নিশ্চিত করি যে চুক্তিতে বিলম্বিত অর্থ প্রদানের জন্য সুদের কোনও বিধান নেই এবং তাই সুদ দাবি করা হবে না।"

(উদ্ধৃত শব্দগত)

৬. ৩রা আগস্ট, ২০০৪ তারিখের পরবর্তী যোগাযোগটি উত্তরদাতাদের একই কর্মকর্তাকে সম্বোধন করে করা হয়েছিল। এই যোগাযোগের পাঠ্য-:-

"প্রিয় স্যার,

আমরা আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে,ডিআরবি দ্বারা সুপারিশকৃত আইপিসি-১ সাধারণ আইটেমের বিপরীতে পেমেন্ট মুক্তির বিষয়টি নিয়ে। উক্ত পেমেন্ট মুক্তির জন্য একটি পূর্বশর্ত হিসেবে, আমাদের উপর ১৪.৭.২০০৪ তারিখে উল্লিখিত চিঠিটি জারি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আপনি যে পরিমাণ টাকা মুক্তি দিয়েছেন তার ওপর সুদের দাবি না করার আমাদের প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র একটি ভালবাসার অঙ্গীকার হিসেবে গণ্য করা হোক, যাতে আমাদের ভবিষ্যত পেমেন্টগুলি কোনো বিলম্ব ছাড়াই আমাদের কাছে মুক্তি পায়। উক্ত চিঠিটি শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক দাবি/আইটেমের জন্য সীমিত।"

(উদ্ধৃত শব্দগত)

৭."ট্রাইব্যুনালের সামনে, আপিলকারীরা একটি পয়েন্ট তুলে ধরেছিল যে, ১৪ই জুলাই, ২০০৪ তারিখের চিঠিটি জোর বা চাপের অধীনে জারি করা হয়েছিল। তাদের দ্বিতীয় দাবি ছিল যে, প্রথম চিঠির বিষয়বস্তু শুধুমাত্র ইন্টারিম পেমেন্ট সার্টিফিকেট-I (আইপিসি-I) সম্পর্কিত রিভিউ বোর্ড

দ্বারা সুপারিশকৃত পরিমাণ মুক্তি দেওয়ার জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। ট্রাইব্যুনাল আপিলকারীদের (তাদের পক্ষে দাবি করা পক্ষ) অবস্থান মেনে নিয়েছিল। রায়ে অন্য বিষয়ের সাথে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে:-"

> "অন্তর্বর্তীকালীন অর্থপ্রদানের শংসাপত্র-১ (আইপিসি-১)-এর ক্ষেত্রে বোর্ড। ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীদের (তার আগে দাবিদারদের) অবস্থান গ্রহণ করেছে। এটি, অন্তর্বর্তীভাবে, রায়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ-"মওকুফের অপরিহার্য উপাদান হল জ্ঞাত অধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা। দাবিদার বলেছেন যে এই চিঠিটি তাদের দ্বারা বলপ্রয়োগের অধীনে দেওয়া হয়েছিল। এটি মামলার সত্য এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পণ্য ধারণ করে। এটি আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৪.৭.০৪ (অতিরিক্ত. আর ১) তারিখের উক্ত চিঠিটি এমনকি ২৯.১.০৫ তারিখের প্রতিরক্ষা বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি এই বিষয়টি ডিআর্বির সামনেও উত্থাপিত হয়নি।প্রতিবাদী পক্ষের যুক্তি যে ১৪.৭.০৪ তারিখের চিঠি (প্রমাণপত্র আর ১) দাবিকারীর অধিকার ত্যাগের একটি ঘোষণা, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই চিঠিটি যে সময়ে ইন্টারিম পেমেন্ট সার্টিফিকেট (আইপিসি) সম্পর্কিত পেমেন্ট গ্রহণের সময় জারি করা হয়েছিল, এটি সেই সময়ের প্রেক্ষিতে ছিল।"
>
> (উদ্ধৃত শব্দগত)

ট্রাইব্যুনাল দেরিতে পেমেন্টের ওপর সুদ প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছে পুরস্কারের অনুচ্ছেদ ১.৬ থেকে ১.৮ পর্যন্ত। এই অনুচ্ছেদগুলোর অংশবিশেষ এই রায়ে পরে প্রদর্শিত হবে।

৮. ট্রাইব্যুনালের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত ছিল যে, চুক্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানীয় মুদ্রা এবং বৈদেশিক মুদ্রার জন্য সুদ প্রদান করার কথা উল্লেখ ছিল। আপিলকারীদের দাবি ছিল যে কোনো পরিত্যাগ ছিল না এবং যাই হোক, ১৪ই জুলাই, ২০০৪ তারিখের চিঠি এবং ৩রা আগস্ট, ২০০৪ তারিখের চিঠিটি শুধুমাত্র আইপিসি -I সম্পর্কিত ছিল। ট্রাইব্যুনাল এই অবস্থানটি মূলত গ্রহণ করেছিল। ট্রাইব্যুনাল আরও গ্রহণ করেছিল যে আপিলকারীরা/দাবিকারীরা সুদের দাবি পরিত্যাগ করেনি, যা ইন্টারিম পেমেন্ট সার্টিফিকেট জারি হওয়া সমস্ত পরিমাণের জন্য ছিল। এই বিষয়ে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করেছে যে, আপিলকারীরা/দাবিকারীরা সেই দুটি চিঠি জারি হওয়ার পরেও সুদের জন্য দাবি করতে থাকেন।এগুলি মূলত সত্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত ছিল।

৯. আর্বিট্রেশন কোর্ট এবং আপিল কোর্ট রায়টি বাতিল করার জন্য রাজ্যের আবেদনটি বহাল রাখার ক্ষেত্রে এই অভিমত পোষণ করেছিল যে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় মুদ্রা উপাদানের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানে বিলম্বের উপর সুদের বিধান রয়েছে বলে মনে করা যায় না, কারণ আপিলকারীরা সুদের হার দিয়ে ফাঁকা জায়গাটি পূরণ করেননি। আপিল বেঞ্চের মতামত ছিল যে যদি দাবিদাররা সেই শীর্ষের অধীনে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের উপর সুদের অধিকার বজায় রাখতে চায় তবে তাদের "দরপত্রের পরিশিষ্টে" ফাঁকা জায়গাটি পূরণ করা উচিত ছিল। হাইকোর্টের যুক্তির আরেকটি দিক ছিল যে, উত্তরদাতাদের আবেদনকারীদের দরপত্র গ্রহণ করতে এই ভিত্তিতে প্ররোচিত করা হয়েছিল যে, আবেদনকারীরা এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের উপর কোনও সুদ দাবি করবেন না, কারণ এই কারণটি তাদের দরপত্রকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে পারত।

১০. এই আপিল, মূলত, ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার অধীনে একটি কার্যধারার সম্প্রসারণ। দুটি বিচার বিভাগীয় ফোরামের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য, আমাদের প্রথমে পরীক্ষা করতে হবে ১ তেল প্রাকৃতিক গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম স পাইপস লিমিটেডের ((২০০৩) ৫ এস. সি. সি ৭০৫) মামলায় টি. এম-এ এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষার সাথে পুরষ্কারের চ্যালেঞ্জের ত্রুটিগুলি পূরণ করেছে। উত্তরদাতাদের যুক্তি হল যে সালিসী ট্রাইব্যুনালের আদেশ সেই রায়ে বর্ণিত "পেটেন্ট অবৈধতা" নীতির অধীনে কলুষিত হয়েছিল। এই নীতিটি "পাবলিক পলিসি" পরীক্ষার বিস্তৃত শিরোনামের অধীনে এসেছিল, যা প্রয়োগ করে একটি সালিসী রায় বাতিল করা যেতে পারে। সহযোগী বিল্ডার বনাম দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ [(২০১৫) ৩ এস. সি. সি ৪৯]-এর পরবর্তী রায়ে পেটেন্ট অবৈধতা কী হবে তা এই আদালত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এই কর্তৃপক্ষ অনুসারে একটি রায় অবৈধ হবে, যদি এটি দেশের মূল আইন লঙ্ঘন করে বা "আরবিট্রেশন অ্যাক্ট"-এর লঙ্ঘন করে। প্রতিবেদনের ৪২.৩ অনুচ্ছেদে (সহযোগী এফ বিল্ডারদের ক্ষেত্রে) বলা হয়েছেঃ-

> "৪২.৩ (গ) সমানভাবে, পেটেন্ট অবৈধতার তৃতীয় উপ-শিরোনাম সত্যিই আরবিট্রেশন আইনের ধারা ২৮ (৩)-এর লঙ্ঘন, যা নিম্নরূপঃ
>
> ২৮. বিবাদের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-(১)-(২) * *
>
> (৩) সব ক্ষেত্রেই সালিসী ট্রাইব্যুনাল চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাণিজ্যের ব্যবহার বিবেচনা করবে।

এই শেষ লঙ্ঘনকে অবশ্যই একটি সতর্কতা দিয়ে বুঝতে হবে। একটি সালিসী ট্রাইব্যুনালকে অবশ্যই চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তবে যদি কোনও সালিসকারী যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে চুক্তির একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেন তবে এর অর্থ এই নয় যে এই ভিত্তিতে পুরষ্কারটি আলাদা করা যেতে পারে। চুক্তির শর্তাবলীর নির্মাণ প্রাথমিকভাবে একজন সালিসকারীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যদি না সালিসকারী চুক্তিটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যে এটি এমন কিছু বলা যেতে পারে যা কোনও ন্যায্য-মনের বা যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি করতে পারে না।

১১. উচ্চ আদালত আপিলে সালিসি আদালতের সঙ্গে একমত হয় এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দরপত্রের নথিতে সুদের হার অন্তর্ভুক্ত না করার ফলে, "দরপত্রের পরিশিষ্ট" নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে, চুক্তিভিত্তিক মেয়াদ তৈরি হয়েছিল যে, চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় মুদ্রার অংশে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের উপর সুদের কোনও দাবি থাকবে না (৬০.৮ প্রকরণ অনুযায়ী)। আমাদের মতে, তবে, এই ভিত্তিতে সালিসি আদালতের রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক ছিল। আপিল আদালতের অন্তর্নিহিত যুক্তি এবং এর আগে, সালিসি আদালত এই বিন্দুতে বলেছিল যে, ট্রাইব্যুনাল সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ মেয়াদের বাইরে চলে গেছে। জিসি রায় (উপরে উল্লেখিত) এবং এই আদালতের পরবর্তী একটি সিদ্ধান্ত, রিলায়েন্স সেলুলোজ প্রোডাক্টস লিমিটেড বনাম ওএনজিসি লিমিটেড [(২০১৮) ৯ এসসিসি ২৬৬], আপিলকারীরা ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন।এই সিদ্ধান্তগুলি উত্তরদাতাদের পক্ষে এই ভিত্তিতে আলাদা করার চেষ্টা করা হয়েছে যে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটি বকেয়া সুদের সাথে সম্পর্কিত এবং এই দুটি মামলা সালিসি আইন, ১৯৪০-এর অধীনে ছিল। উক্ত আইনের অধীনে, একজন সালিসকারীর সুদ আইন, ১৯৭৮-এর অধীনে প্রাক-রেফারেন্স সুদ দেওয়ার ক্ষমতা বা এখতিয়ার ছিল, পাশাপাশি বকেয়া সুদ এবং ভবিষ্যতের সুদও। এই ধরনের এখতিয়ার কেবল তখনই সীমাবদ্ধ ছিল যদি চুক্তির সুস্পষ্ট শর্তাবলী সুদ প্রদানকে বাধা দেয়। অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে উল্লেখ করে, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ব্রাইট পাওয়ার প্রজেক্টস (ইন্ডিয়া) (পি) লিমিটেড [(২০১৫) ৯ এস. সি. সি ৬৯৫], এই আদালত ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১ (৭) ধারার অধীনে সুদ প্রদানের বিষয়ে আইনের অবস্থান তুলে ধরেছে। ব্রাইট পাওয়ার প্রজেক্টস (উপরে)-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত মতামত দিয়েছে যে পক্ষগুলির দ্বারা অন্যথায় সম্মত না হলে, সালিসী ট্রাইব্যুনাল সেই তারিখ থেকে শুরু করে রায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হারে সুদ প্রদান করতে পারে। যে বিরোধটি এই আপিলের বিষয় গঠন করে, চুক্তি হিসাবে, স্থানীয় মুদ্রার উপাদান সম্পর্কিত বিলম্বিত অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে সুদ প্রদানের কোনও নির্দিষ্ট বর্জন ছিল না।

১২. অন্যদিকে, চুক্তির শর্তাবলী হিসাবে বিলম্বিত পরিশোধের উপর সুদ প্রদানের জন্য পক্ষগুলির দ্বারা এবং তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির নির্দিষ্ট মেয়াদ। যা নির্দিষ্টভাবে সম্মত হয়নি তা হল যে হারে এই ধরনের সুদ প্রদান করা হবে। "দরপত্রের পরিশিষ্টে" ফাঁকা স্থানটি, আমাদের মতে, তহবিলের বিলম্বিত মুক্তির সুদ প্রদানের বিধানের ধারা বাতিল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। আমরা মনে করি না যে আপিল আদালত বা সালিসি আদালত সুদের হার পূরণের জন্য প্রদত্ত ফাঁকা স্থান নির্দিষ্ট না করে এই পদ্ধতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল। আমরা মনে করি যে, এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসার জন্য চুক্তিতে সেই শীর্ষের অধীনে সুদ প্রদানের সক্রিয় বর্জন অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ছিল। যদিও জি. সি. রায়ের (উপরোক্ত) মামলাটি ১৯৪০ সালের আইন প্রযোজ্য এমন একটি বিরোধে দেওয়া হয়েছিল, তবে এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ সুদ মঞ্জুরের দিক থেকে কিছু সাধারণ প্রস্তাব বা নীতি নির্ধারণ করেছে। এই সাধারণ প্রস্তাবটি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছিল। এটি প্রতিবেদনের ৪৩.১ অনুচ্ছেদে (জি. সি. রায়ের ক্ষেত্রে) বলা হয়েছে-:

> "৪৩. প্রশ্নটি এখনও রয়ে গেছে যে সালিসকারীর বকেয়া সুদের পরিমাণ দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা, এবং যদি তাই হয় তবে কোন নীতির ভিত্তিতে। আমাদের অবশ্যই পুনর্ব্যক্ত করতে হবে যে আমরা এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করছি যেখানে চুক্তিটি এই ধরনের সুদের অনুদানের ব্যবস্থা করে না বা এটি এই ধরনের অনুদানকে নিষিদ্ধ করে না। অন্য কথায়, আমরা এমন একটি মামলা নিয়ে কাজ করছি যেখানে চুক্তিটি সুদ প্রদানের বিষয়ে নীরব থাকে। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত নীতিগুলি উদ্ভূত হয়ঃ
>
> (i) বৈধভাবে যে অর্থের অধিকারী সেই অর্থের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত কোনও ব্যক্তির বঞ্চনার জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে, এটিকে যে কোনও নামে ডাকুন। এটিকে সুদ, ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতি বলা যেতে পারে। এই মৌলিক বিবেচনাটি সালিসকারীর সামনে বিচারাধীন বিবাদের সময়কালের জন্য ততটাই বৈধ যতটা সালিসকারী রেফারেন্সটি প্রবেশ করার আগের সময়ের জন্য। এটি দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৩৪-এর নীতি এবং সালিসকারীর ক্ষেত্রে অন্যথায় ধরে রাখার কোনও কারণ বা নীতি নেই....."

১৩. সুদ প্রদান করার মূল নীতি হলো যে, সুদ প্রদান মূলত ক্ষতিপূরণের স্বরূপ। তবে যেমন আমরা ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষণ করেছি, আমাদের সামনে যে মামলা রয়েছে, তাতে দেরিতে পেমেন্টের উপর সুদ চুক্তির একটি অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। চুক্তিতে কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছিল না

যে দেরিতে পেমেন্টের উপর সুদ প্রদান করা হবে না, তা কী বিদেশী মুদ্রায় পেমেন্টের উপাদান হোক বা স্থানীয় মুদ্রায়। আমরা ট্রাইবুনেলের যুক্তি গ্রহণ করি যার ভিত্তিতে এটি উত্তরদাতাদের মণ্ডকুফের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল। এটি ট্রাইবুনেলের সামনে উপস্থাপিত উপকরণগুলির মূল্যায়নের উপর সত্যের একটি অনুসন্ধান ছিল। আপিল আদালত এবং সালিসি আদালতের সিদ্ধান্তের পিছনে অন্যতম কারণ ছিল যে আবেদনকারীরা দরপত্র দেওয়ার সময় সুদের জন্য তাদের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরদাতাদের দাবি হল যে ট্রাইব্যুনাল চুক্তির শর্তাবলী অতিক্রম করেছে এবং উক্ত দুটি ফোরাম সহযোগী নির্মাতাদের (উপরে) ক্ষেত্রে বিশদভাবে বর্ণিত "পেটেন্ট বেআইনি" নীতির তৃতীয় উপ-শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত আইনের নীতি আহ্বান করতে চেয়েছিল।

১৪. আপিল আদালত সালিসি আদালতের যুক্তি গ্রহণ করেছে যে দরপত্রের পরিশিষ্টের ফাঁকা অংশটি "শূন্য" বা "শূন্য" বোঝাবে। আমাদের মতে, এই যুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ এবং চুক্তির এই ধরনের ব্যাখ্যা আসলে চুক্তির শর্তাবলীর পরিপন্থী এবং এর বাইরেও হবে। এই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যে প্রমাণের প্রশংসার ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত অনুসন্ধানে এসেছিল যে এর কোনও নিহিতার্থ ছিল না। সালিসি আদালত এবং আপিল আদালতের পক্ষ থেকে এই ধরনের অনুশীলন চুক্তিটি পুনর্লিখন করবে, যা অগ্রহণযোগ্য। ট্রাইব্যুনাল ছাড়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমরা সেই বিন্দুতে তার যুক্তি পুনরুত্পাদন করেছি। বর্তমান মামলার বাস্তব প্রেক্ষাপটে আমরা এই ধরনের যুক্তিকে বিকৃত বা অসম্ভব বলে ধরে রাখতে পারি না। এই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল ক্ষতিপূরণমূলক বা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হিসাবে সুদ প্রদান করতে পারত, কারণ বিলম্বিত অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে সুদ প্রদান বাদ দেওয়া বা বাদ দেওয়ার কোনও ধারা ছিল না। ট্রাইব্যুনাল রায়ের ১.৬ থেকে ১.৮ অনুচ্ছেদে এর হার নির্ধারণ করে। রায়ের এই অংশে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

> "১.৬ অতএব, দাবিকারীরা প্রকৌশলী কর্তৃক জারি করা যে কোনও আই. পি. সি-র অধীনে বকেয়া অর্থের উপর সুদ পাওয়ার অধিকারী বা ব্যর্থ হয়, যা দাবিকারীদের মাসিক বিবরণীতে দেখানো পরিমাণের উপর ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শংসাপত্রের জন্য জমা দেওয়া হয় এবং যখন প্রদান করা হয়নি বা উত্তরদাতাদের দ্বারা আটকে রাখা হয়েছিল এবং দাবিদারদের নিজ নিজ মাসিক বিবৃতি ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শংসাপত্রের জন্য জমা দেওয়ার পরে ৪২ দিনের জন্য এই ধরনের সুদ উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রদান করা হবে। আর্বিট্রাল ট্রাইব্যুনাল আরও সিদ্ধান্ত দেয় যে, এখানে উপরে বর্ণিত দেরিতে পেমেন্ট হওয়া অবশিষ্ট অর্থের উপর এবং তাদের দেরির মেয়াদের জন্য,

প্রতিবাদীরা ক্লেইমেন্টদের প্রতি প্রতি মাসে ১ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করবে, যা প্রতি মাসে যোগফলিত হবে, এই হারের মাধ্যমে দাবিদারদের কাছ থেকে অর্থ পাওয়ার যে সুযোগ তারা হারিয়েছিল, তার প্রতিফলন ঘটানো হচ্ছে।

১.৭ তাই আর্বিট্রাল ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দেয় যে, প্রতিবাদীরা ক্লেইমেন্টদের কাছে পরিশোধিত হয়নি এমন ২,১৫,৭২,১৫০/- টাকা পরিমাণ অর্থের উপর, পেমেন্টের নির্ধারিত তারিখ থেকে প্রকৃত পেমেন্টের তারিখ পর্যন্ত, উপরের অনুচ্ছেদ ১.৬ এ উল্লেখিত হারে সুদ প্রদান করবে, যা আইপিসি নং ২ ও আইপিসি নং ৪ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১.৮ উত্তরদাতারা ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক জারি করা অন্যান্য আইপিসি নং ৫ থেকে ১৪-এর ক্ষেত্রে বা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে জমা দেওয়া দাবিদারদের মাসিক বিবরণীর ক্ষেত্রে পরিশোধ না করা অর্থের উপর সুদ প্রদান করবেন, যা পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধের প্রকৃত তারিখ পর্যন্ত এখানে উপরে বর্ণিত হারে শংসাপত্রের জন্য জমা দেওয়া হয়েছে।

উত্তরদাতাদের মূল অর্থ প্রদানের তারিখ থেকে পুরষ্কারের তারিখ পর্যন্ত অনুচ্ছেদ ১.৭ এবং ১.৮ অনুসারে নির্ধারিত সুদের পরিমাণের উপর বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে আরও সুদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৫. আপিল আদালতের যুক্তি যে এই ধরনের ফাঁকা সুদের কলামের ফলে আবেদনকারীদের দর গ্রহণ করা হতে পারে তাদের দর এই ধারণার উপর আরও প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে যে অন্যান্য দরদাতারা সেই কলামে সুদের জন্য চাপ দিয়েছিল আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এমন কোনও উপাদান খুঁজে পাই না যা থেকে এই ধরনের উপসংহারে পৌঁছানো যেতে পারে। আমাদের কাছে এমন কোনও উপাদান দেখানো হয়নি যা থেকে অনুমান করা যায় যে ফাঁকা জায়গা পূরণ করা বাদ দেওয়া আবেদনকারীদের দর প্রক্রিয়ায় একরকম প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দিয়েছে। আমরা এটাও জানি না যে অন্য দরদাতারা জায়গাটি ফাঁকা রেখেছিলেন নাকি নির্দিষ্ট হারে তা পূরণ করেছিলেন। উচ্চ আদালত কর্তৃক সমর্থিত সালিসি আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি এই বিষয়ে অনুমানের একটি উপাদান দিয়ে কলঙ্কিত।

১৬. আমরা সালিসী ট্রাইব্যুনালের যুক্তিতে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না যে চুক্তিটি সেখানে নির্দিষ্ট স্থানীয় মুদ্রার অংশে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে সুদ প্রদান নিষিদ্ধ করেনি। এই অবস্থানটি, আমাদের মতে, আইনের ৩৪ ধারার অধীনে একটি কার্যধারায় সালিসী আদালত দ্বারা প্রকাশিত বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি, যা আপিল ফোরাম দ্বারা বহাল ছিল, সাও পাইপস মামলার (উপরে উল্লেখিত) মধ্যে নির্ধারিত

রায়ের প্রতি আক্রমণ করার জন্য অনুমোদিত সীমানা লঙ্ঘন করে।

১৭. আমাদের মতে, চুক্তিটি বিবেচনা করার বিষয়ে ট্রাইব্যুনাল যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল তা যুক্তিসঙ্গত এবং সম্ভাব্য উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই ছিল। তবে, আমরা মনে করি যে, যে হারে সুদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা পুরষ্কারের ১.৬ এবং ১.৮ অনুচ্ছেদে রয়েছে, যা আমরা উপরে পুনরুত্পাদন করেছি, তা বরং অত্যধিক। চুক্তিটি সুদর হার সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ না করলেও, বিলম্বিত অর্থ প্রদানের জন্য সুদের প্রদান উল্লেখ করে, সেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের জন্য সুদের হার নির্ধারণ করা উচিত ছিল জি.সি. রায়(উপরে উল্লেখিত) মামলার অনুচ্ছেদ ৪৩.১-এ প্রতিষ্ঠিত নীতিটি প্রয়োগের ভিত্তিতে। ১৯৯৬ সালের আইনের অধীনে একটি কার্যধারাতেও এই নীতিটি প্রযোজ্য। ১৯৯৬ সালের আইনের ৩১ (৭) (ক) ধারায় এই নীতিটি ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপরোক্ত বিধানে বিবেচিত পরিস্থিতি এবং এই মামলার তথ্যের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল যে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের সুদের অধিকারের বিষয়ে জড়িত চুক্তিটি নীরব নয়, তবে চুক্তিতে এই ধরনের অর্থ প্রদানের বিধান রয়েছে। শুধুমাত্র যে হারে সুদ প্রদেয় হবে তা অনির্দিষ্ট রয়ে গেছে। আমাদের দৃষ্টিতে, ৮ শতাংশ হারে সাধারণ সুদ ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত হবে, অন্যথায় উপ-অনুচ্ছেদ ১.৬-এর ভিত্তিতে গণনা করা হবে। তদনুসারে, আমরা কেরালা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই আপিলে আপীলকারীদের চুক্তির স্থানীয় মুদ্রা উপাদানের ক্ষেত্রে বিলম্বিত অর্থপ্রদানের উপর সুদ পাওয়ার অধিকারের বিষয়ে রায়টি বাতিল করে দিচ্ছি। ফলস্বরূপ, ষষ্ঠ অতিরিক্ত জেলা বিচারক, এরনাকুলামের রায়ও অবৈধ বলে গণ্য হবে। ট্রাইব্যুনালের পুরস্কারটি স্থানীয় মুদ্রা উপাদানের বিলম্বিত অর্থ প্রদানের জন্য সুদ প্রদানের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তবে অর্থের উপর সুদের হার ১.৬, ১.৭ এবং ১.৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে গণনা করা হবে এবং এটি ৮ শতাংশ সরল সুদের হারে প্রতি বছর হবে।

১৮. উপরের শর্তাবলীতে আপিল অনুমোদিত।

১৯. খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

নিধি জৈন আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu